বঙ্গের রূপ

মো: আবদুল খালেক

আপন ভোলা আজি আমি, তাকায়ে তব সোনা হাসি মুখে
হে বঙ্গ ভূমি! ভুলে থাকি তোমায় নিয়ে সকল সুখে দুখে,
চোখের দৃষ্টি দূরে রেখে বাতায়নে তীক্ষ্ণ শ্রুতিধর-
দোয়েল, শালিক,ঘুঘুর ডাকে হৃদয় হয় ভর।
ভরে আছে শ্যামল মাঠ ,শান্ত তট তব শুচিস্মিতে
বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন রঙ্গে নিদাঘ, বসন্তে আর শীতে,
আবার ভেসে আসে কানে, মাঠে কর্মরত কৃষকের গান-
'ঘর করিতাম কদম তলায়' হৃদয় বিদারক অপূর্ব তান।
তব শান্ত পল্লবিত বন ছায়-
বারে বারে দৃষ্টি মধুর ফিরতে নাহি চায়।
জানিনা বিধাতা কি অপরূপ ঢেলেছে তব প্রান্তর জুড়ে
পাদপের শিরে চুমে সমীরন অজানা মায়ার সুরে।
গাঁয়ের সরল,নিরেট মানুষ ফলায় সোনা মাঠে
বাড়িয়ে দিয়েছে তব মূল্য মহাবিশ্বের হাটে।
সোনার ধানে, সোনালী আঁশে আর মধুর গানে গানে।
অশ্রান্ত বর্ষনে যখন নদী ডাকে আপন বানে
তব বুক খানি মনে হয় -অকুল পাথার, প্লাবিত মাঠঘাট
উর্বর হয় পেয়ে নূতন পলি-এ তোমার ই ভাগ্য ললাট।
নতুন প্রাণের উৎস তুমি, তুমি সবুজে আছ ভরে
চারিদিকে দেখি সবুজ, সবুজের সমোরহ আছ ধরে।
তাল, নারিকেল, কলা অসংখ্য ফলধারী ধরেছ বুকে যবে,
কৃতজ্ঞ করেছ তব সন্তানের মুখ, প্রতি মুহূর্ত নিরবে ।
তব সহস্র রূপের মাঝারে আমি আজ ভাষাহীন , মূক
বলে শেষ নাহি হবে তব রূপ ,উজ্জ্বল সূর্য যতবার জ্বলুক।
মসজিদে আযানের সুর, ওপাড়ে বাজে বিষানের ধ্বনি

একত্রে আছি মোরা বাঙ্গালী,ধর্মভেদ ভূলি, পুজি জননী
উদার আকাশের পানে চাহি,গাহি বন্দনা তব ভাষায়

যুগে যুগে,মহাকাল যতই উর্দ্ধপানে ধায়।
হে আদরিণী মা আমার!
ধন্য আমি জন্মে তব কোলে এই বিশাল ধরার।
মা! তব শ্যামল মাঠের পানে চাহি—
আমি গান গেয়ে উঠি আনমনে
হারিয়ে যায় মোর আঁখি দুটি দিগন্তে, স্বপ্নের আলাপনে।

১৪/০৭/৭১